দৈনিক বাংলা

163

তারিখ ... 4/7/82 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 5 ...

৪টি শিক্ষা বোর্ড একত্রিত হবার সম্ভাবনা কম

॥ সুনীল ব্যানার্জি ॥

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড শেষ পর্যন্ত সম্ভবতঃ আর একত্রিত হচ্ছে না।

তবে বোর্ড চারটির সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে মন্ত্রণালয়ের একটি কমিটির ওপর যা এপেক্স বডি হিসেবে কাজ করবে। এই কমিটি বোর্ড চারটির প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেখাশুনা করবে এবং বোর্ডগুলির প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এযাবৎ যেসব অনিয়ম বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছে সেগুলি দূর করতে সহায়তা করবে।

নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গেছে যে উক্ত এপেক্স বডির অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে থাকবে আরো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে দ্রুত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করে তার রেজাল্ট দ্রুত প্রকাশের ব্যবস্থা করা। এছাড়া পরীক্ষাসমূহের ফিস বাড়ানো বা কমানো, পরীক্ষার মান উন্নত করা এবং প্রয়োজনবোধে বোর্ড চারটির কর্মচারীদের এক বোর্ড হতে অন্য বোর্ডে বদলী করা।

বর্তমানে বোর্ড চারটি পৃথক পৃথকভাবে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। ১৯৬১ সালে তৎকালীন সরকার এক অধ্যাদেশ বলে দেশে চারটি শিক্ষা বোর্ড গঠন করেন। ১৯৬৩ সাল থেকে বোর্ড চারটি পৃথক পৃথকভাবে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করে আসছে। এর আগে একমাত্র ঢাকা শিক্ষা বোর্ডই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও দেখাশুনা করে আসছিল। বোর্ড চারটি পৃথক হওয়ার পর থেকে প্রতিটি বোর্ডই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছিল। ফলে, একই বোর্ডে এক একজন কর্মচারী যুগ যুগ ধরে কাজ করে আসছেন। তাদের বদলী চাকরির উন্নতি, অবনতি ইত্যাদির ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ছাড়া কেউ কোন মাথা ঘামায়নি। তবে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকসহ কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ে লোকজন সাধারণত মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগ অথবা ডেপুটেশনে পাঠান হতো। কিন্তু নয়া ব্যবস্থার

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

৪টি শিক্ষা বোর্ড

(১ম পৃঃ পর)

ফলে এপেক্স বডির সুপারিশে সরকার ইচ্ছা করলে যেকোন কর্মচারীকে বদলী এবং বোর্ডের প্রশাসনিক ব্যাপারে যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।